নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়

অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

- হরিদাস ঠাকুর
- মোহাঃ আব্দুল মজিদ
- মোঃ মোখলেছুর রহমান
- মোঃ জিয়াউল হক
- মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম
- জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা

Scanned with CamScanner

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞার পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গিকে দেখতে চায় ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় সমিতি সমূহ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শ ভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে। সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশের সমবায় সমিতির সমূহকে বর্তমানে স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সমবায় সংগঠনকেই সফল সমবায় সমিতির অবয়বে উপস্থাপন করা যায়।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities) শীর্ষক গবেষণাটি সমবায় অধিদপ্তরের একটি প্রায়োগিক গবেষণা। এ গবেষণার মাধ্যমে একটি মহিলা সমবায় সমিতি সফলতার নিয়ামক/প্রভাবকসমূহ খুঁজে বের করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে মহিলা সমবায় সমিতি/সাধারণ মহিলাসম্পৃক্ত সমবা সমিতির সফলতার বহুমাত্রিক উপাদান ও এর প্রায়োগিক ব্যাপ্তি সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি।

আমরা বিশ্বাস করি আমাদের জাতীয় কবি-বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর ভাষায় নারী পুরুষ সম্পর্কিত ভাষ্য-

বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
কোনোকালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষী নারী।

আমরা বহুল কথিত প্রবাদবাক্যটি স্মরণ করতে পারি সংসারকে সুখের স্বর্গে পরিণত করার জন্য-

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে;
গুণবান পতি যদি থাকে তার সনে।

'নারীকে তার প্রাপ্য দিলে-দেশ ও দশের সুফল মিলে'-নারী দিবসের এ শ্লোগান শুধু কথার কথা নয়, একটি জীবনধর্মী ও উন্নয়নকামী আপ্তবাক্য। একটি গতিশীল ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে নারীর প্রতি আমাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আমরা আমাদের মা-বোন-কন্যা-জায়া হিসেবে নারীর অবস্থান সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যাবো যেখানে WOMAN শব্দটির অর্থ হবে-

Scanned with CamScanner

W	Willforce and Wisdom	ইচ্ছাশক্তির প্রজ্ঞাময়ী
O	Optimistic and Operating	আশাবাদের কার্যকরণ
M	Motivated and Manager	চেতনাগত দক্ষ ব্যবস্থাপক
A	Active and Accountable	দায়বদ্ধতায় সক্রিয়
N	Nice and New Horizon	নবদিগন্তের সুন্দর কর্মী

বিগত ১২ মে ২০১৮ দিবগত রাত ২ টা ১৪ মিনিটে বাংলাদেশ মহাকাশে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' সফলভাবে প্রেরণ করেছে এবং সূচনা করেছে 'আমাদের আকাশছোয়ার স্বপ্ন' বাস্তবায়নের। সমবায় অধিদপ্তরকেও তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চাহিদার আলোকে সমবায় আন্দোলনকে নতুনভাবে কর্মপ্রবাহে সম্পৃক্ত করতে হবে। নারীদেরকে সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার সাথে যুক্ত হতে হবে। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারী এবং তাদেরকে যথাযথভাবে ক্ষমতায়িত করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন যেমন হবে না-তেমনি সমবায় সেক্টরও দেখবে কাঙ্খিত জনসম্পৃক্তি ও গতিশীলতা।

বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিধায় এটি এখন আর নারীর মুক্তি বা নারী উন্নয়নের জন্য নয় । যে কোন রাষ্ট্র তথা বিশ্বে মুখোমুখি এমন সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান ধাপ হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। ক্ষমতায়ন যেহেতু মানুষের বস্তুগত, দৈহিক, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ওপর স্বনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, যার সঙ্গে দক্ষতার প্রশ্নটি জড়িত। কাজেই নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এমন এক ধরণের অবস্থাকে বুঝায়, যে অবস্থায় নারী তার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মর্যাদাকর অবস্থায় উন্নীত হতে পারে । এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারীরা তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের যোগ্যতা ও অর্জনকে তুলে ধরতে পারেন এবং পরিবার, সমাজ বা জনজীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সিদ্ধান্ত ও অবস্থানকে তুলে ধরেন ।

নারীর ক্ষমতায়ন মূলত: অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক অবকাঠামোতে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি মাধ্যম বা উপায়, যার মাধ্যমে নারীরা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা প্রকাশ করতে পারেন এবং নিজেদের অধিকারগুলো আদায়ে সচেস্ট হতে পারেন। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব যখন কোন বাধা বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নারীরা শিক্ষা কর্মজীবন এবং নিজেদের জীবনধারার পরিবর্তন আনার জন্য বিদ্যমান সুযোগ- সুবিধাগুলো ব্যবহারের সুযোগ পান।

Scanned with CamScanner

আবার ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা হঠাৎ করে হওয়ার সুযোগ নেই । এ জন্য দীর্ঘ ও অব্যাহত উদ্যোগ দরকার । নারীর ক্ষমতায়নের আওতাকে প্রধানত: (১) সামাজিক ক্ষমতায়ন (২) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন (৩) অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এই তিন ভাগে দেখানো হয় । আজকাল অবশ্য আইনগত, তথ্যগতসহ আরো কয়েক ধরণের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ উঠে এলেও মোটাদাগে উল্লেখিত তিন ধরণের ক্ষমতায়নের আওতায়ই সব চলে আসে ।

বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে । অগ্রগতি হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকেও এই সময়য়ে পরিবর্তন এসেছে নারীর অবস্থা ও অবস্থানেও বর্তমানে সমাজের প্রায় সব খাতেই নারীর অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হচ্ছে। শিক্ষায় প্রাথমিকে মেয়েদের উপস্থিতি এখন শতভাগ। পোশাক শিল্পের কৃতিত্বের সিংহভাগই নারীর সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বড় অংশই নারী। পাশাপাশি নারীর অংশ গ্রহণ বাড়ছে সরকারি,আধাসরকারি ও বেসরকারি অফিস-আদালত, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল-ক্লিনিক এবং বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো আনুষ্ঠানিক কর্মস্থলেও। সরকার পরিচালনায় রাজনীতিতে, প্রশাসনে, সামরিক বাহিনীতে, আইন শৃংখলা বিভাগেও নারীর অবস্থান ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে । কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশই যেখানে নারী, সেখানে অগ্রগতি দৃর্শ্যমান হচ্ছে খুব অল্প নারীর মধ্যেই । সিংহভাগ নারীই কখনও নিজের সিদ্ধান্তে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন না এবং নিজের বস্তুগত ক্ষমতার পরিসর স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে বাধাগ্রস্থ হন । বাংলাদেশের নারীরা মূলতঃ নানা বঞ্চনার শিকার এ বঞ্চনা দারিদ্র উদ্ভুত বঞ্চনা, নিঃসঙ্গতা বিচ্ছিন্নতা একাকিত উদ্ভুত বঞ্চনা, ভঙ্গুরতা উদ্ভূত বঞ্চনা। নারীর ক্ষমতায়নের অবস্থানগত বিভিন্ন দিকগুলো নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

(১) সামাজিক ক্ষমতায়ন : নারীর প্রতি পরিবারের অভ্যন্তরীণ অবস্থান এবং সামাজিক বৈষম্যের বড় বাস্তবতা রয়েছে। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের বেশির ভাগই মহিলা এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা চূড়ান্ত দারিদ্র ভোগ করেন। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল একটি বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ। কিন্তু বর্তমান অবস্থানে এসে দাড়িয়েও বলা যায় না যে, নারীর সকল অধিকার অর্জিত হয়েছে। নারী কি আজ গৃহ নেতৃত্বে আছে না গৃহ কর্মে ? সহকর্মী না অধিনস্ত ? নীতি নির্ধারণী না নীতি মেনে চলা ? সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে অধিকার তার বাস্তবায়ন বা মতামত প্রদানের যে স্বাধীনতা অথবা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কতটুকু অর্জিত ? উত্তরে বলা যায় নারীর অবস্থানের কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও এখনো এ দেশের সমাজে নারীর অবস্থান যথেষ্ট দূর্বল। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এবং ব্রাকের দুটি গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের শতকরা ৮৮ জন নারী রাস্তায় চলার পথে যৌন হয়রানিমূলক মন্তব্যের শিকার হন। পরিবার ও সমাজে নারী নানাভাবে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন ।

Scanned with CamScanner

(২) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : বাংলাদেশে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কম নয়,তবে এই অংশ গ্রহণের বেশির ভাগটাই কর্মী সমর্থক পর্যায়ে । দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশে শর্ত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বেশকয়েক বছর অতিক্রান্ত হলেও তেমন সুফল আসেনি । এমনকি জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রেও নারী প্রার্থীদের উপেক্ষা করা হয় নির্বাচিত হতে পারবেনা এই অজুহাতে ।

নারী-পুরুষের সমতা অনুধাবনের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারী-পুরুষের আনুপাতিক অবস্থান রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণের বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম । ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সব আন্দোলন, সংগ্রাম ও দেশ গঠনে আমাদের দেশের নারীদের বিশাল ভূমিকা রয়েছে । আশার কথা হলো রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কে সু-সংহত করার জন্য জাতীয় সংসদে নারী আসনের সংখ্যা ৫০ টিতে উন্নীত করা হয়েছে । স্থানীয় পর্যায়ে অনেক নারীকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনেও প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ১২ হাজারের বেশি নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে । বর্তমানে নারী সংসদ সদস্য আছেন ৭২ জন যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু সমস্যার দিকটি হলো এখানো নানামূখী বাধা-বিপত্তির কারণে নারীর নেতৃত্বে তৈরীর ক্ষেত্রটি সুপ্রশস্থ নয় ।

(৩) অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : সাম্প্রতিক বছরগুলোর অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে । অগ্রগতি হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়ন সহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ি দেশের ০৫ কোটি ৪১ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে ০১ কোটি ৬২ লাখ নারী । ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৬৯৭ জন । বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধানতম ক্ষেত্র গার্মেন্টস খাতের ৮০ ভাগ কর্মীই নারী । দেশের ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারীও নারী । নারীদের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী অবস্থান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ড. আবুল বারাকাত "বাংলাদেশ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, এদেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষের সংখ্যা হবে কমপক্ষে ১২ কোটি ৪৩ লাখ (অর্থাৎ জনসংখ্যার ৮৩%) এ ১২ কোটি ৪৩ লাখ মানুষ মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যে কোন মাপকাঠিতে দরিদ্র । আর এ মানুষের মধ্যে অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ ০৬ কোটি ২০ লাখ নারী দ্বি-মাত্রিক দারিদ্র (হতে পারে বহুমাত্রিক) । একবার নারী হিসেবে আর একবার দরিদ্র বিত্তহীন নারী হিসেবে। তাঁর মতে এ দেশের নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সহ মানুষের ক্ষমতায়নের যতরূপ বাধা থাকতে পারে তা দুর করতে হলে অবশ্যই ০৬ কোটি ২০ লাখ (৮৫%) দরিদ্র বিত্তহীন নারীর কথা সর্বাগ্রে ভাবা প্রয়োজন ।

Scanned with CamScanner

এদেশের দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীদের বেশির ভাগই মহিলা এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা চুড়ান্ত দারিদ্র ভোগ করেন। সাম্পতিক সময়গুলোতে যদিও কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নারী পুরুষ বৈষম্য ও অনেকটা কমে এসেছে। The Gold Gender Gap Report" অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৪৪ টি দেশের মধ্যে নারী-পুরুষের গ্যাপ কমিয়ে আনার অবস্থানের দিক থেকে ৪৭ তম অবস্থানে রয়েছে যেখানে ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান এবং পাকিস্তান যথাক্রমে ১০৮, ১০৯, ১১১, ১২৪ এবং ১৪৩ তম অবস্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশের সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা নারী উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে বটে কিন্তু নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এখনো কাঙ্খিত মাত্রায় অর্জিত হয়নি। তাই নারী ক্ষমতায়নকে বিবেচনার করার দিক হিসেবে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমবায় হতে পারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।

নারীর ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নারীর অগ্রযাত্রাকে স্থায়ী রূপ দিতে ১৯৭২ সালে সংবিধানে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণের ও সুযোগের সমতা অর্ন্তভুক্ত করেন। সংসদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ১৫ টি আসন সংরক্ষণ করেন। বর্তমান সরকার এ সংখ্যা ৫০ এ উন্নীত করেন। নারীর ক্ষমতায়নে সরকার বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করেছে। বাজেট বরাদ্দের শতকার ২৮ ভাগ নারীর উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে। ২০১৮-১৯ সালে নারী উন্নয়নে বাজেট ২৯.৬৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।

নারীদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করতে কোন জামানত ছাড়াই ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া ব্যবসায়ে সমান সুযোগ তৈরী করার উদ্দেশ্য ২০১১ সালে জাতীয় নারী নীতি গ্রহণ করেছে। দুঃস্থ, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য বর্তমান সরকারের বহুমূখী প্রকল্প চালু আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভিজিএফ, ভিজিডি, দুঃস্থভাতা, মাতৃত্বকালীন ও গর্ভবতী মায়েদের ভাতা, অক্ষম মা ও তালাকপ্রাপ্তদের জন্য ভাতা,কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচি, আমার বাড়ি আমার খামার ইত্যাদি। এছাড়া কর্মজীবনে নারীদের অংশ গ্রহণকে সহজ করার লক্ষ্যে মাতৃত্বকালীন ছুটি ০৪ মাস থেকে ০৬ মাস উন্নীতকরণ করা হয়েছে। প্রান্তিক নারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য খোলা হয়েছে গ্রাম ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিকের সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, সেনা, নৌ, পুলিশ, বিজিবি, সাহিত্য, শিল্পসহ সর্বোচ্চ বিচারিক কাজেও বর্তমানে নারীদের অংশগ্রহণও সাফল্য এখন লক্ষণীয়। নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন ২০১২। নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রণয়ন করা মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১, বাল্য বিবাহ নিরোধ করে মেয়ে শিশুদের সমাজে অগ্রগামী করার জন্য বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। হিন্দু নারীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার্থে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে এবং ০৭ টি বিভাগে One Stop Crisis Center খোলা হয়েছে বিগত বছরগুলোতে সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপের কারণে নারীরা তাদের মেধা, শ্রম, সাহসিকতা, শিক্ষা ও নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের দেশ গঠনের কাজ করে যাচ্ছেন এবং একই সঙ্গে ভূমিকা রাখছেন স্বাবলম্বী শিক্ষিত প্রজন্ম গঠনে। নানা অর্থনৈতিক সামাজিক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে যে অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে তা মূলতঃ নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির জন্যই। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সরকার নানামূখী কর্মকাণ্ড এদেশের নারী উন্নয়নে তথা নারীর সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। সরকারে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাগুলোর সাথে সাধারণ মানুষের সচেতনতা সামাজিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে পারলে নারীর ক্ষমতায়ন আরো যথাযথ ও ফলপ্রসূ হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে এনজিও কার্যক্রম : বিগত শতকের আশির দশক হতে এদেশের সরকারের পাশাপাশি এনজিও গুলো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে। বেসরকারী এই সংস্থাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। নারীদের কোন ধরনের জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে যা নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রত্যক্ষভাবেই কাজ করছে। অন্য দিকে তা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভাবে প্রভাব ফেলেছে। USAID নারীদের কৃষিপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে আয়বর্ধন করে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের কাজ করছে। সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সহায়তা করেছে। "অ্যান আন সার্টেন গ্লোরি ইন্ডিয়া অ্যান ইউস কনট্রবিশন্স" (২০১৩) প্রবন্ধে অর্মত্য সেন বলেছেন- "বাংলাদেশের বেগমান নারী আন্দোলন, সক্রিয় এনজিও কার্যক্রম ও বেইজিং পরবর্তী বিশ্ব-নারী উন্নয়ন এজেন্ডার প্রভাবে নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশ সরকারের নারী উন্নয়ন নীতি ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর কৌশলের লক্ষ্যে যে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে তার মাধ্যমে বাংলার নারী জীবনে এক নীরব বিপ্লবের সূচনা ঘটে, যাকে বিশ্ব ব্যাংক আখ্যা দিয়েছে "হুইসপার টু ভয়েসেস"। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯-০৫-২৬ তারিখ জয়িতা ফাউন্ডেশনকে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আহবান জানিয়ে বলেছেন "নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এর আওতায় কর্মরত তৃণমূল পর্যায়ে যে উদ্যোক্তা রয়েছেন তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বলেন- তার সরকার নারী-পুরুষের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করেছে। তিনি বহুমূখী ব্যবসা উদ্যোগের জন্য নারীদের সমান ও দক্ষ করে গড়ে তোলার আহবান জানান।

Scanned with CamScanner

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় :

- সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর ।
- সমবায় সমিতি সমাজে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে ।
- সমবায় সমিতি একক প্রচেষ্টার পরিবর্তে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলতার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী ।
- সমবায় সমিতি গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় ।
- সমবায় সমিতি পরোপকার শেখায় নিজের প্রয়োজনে মেটাতে উদ্বুদ্ধ করে ।
- সমবায় সমিতি সমাজের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা, ভালবাসা বৃদ্ধি করে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসে ।
- সমবায় সমিতি ধনী দরিদ্র্যের বৈষম্য দূর করে । সমতা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে ।
- সমবায় সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে তা বিনিয়োগের মাধমে অর্থনৈতিক প্রবাহ তৈরী করে ।
- সমবায় সমিতি সমতা ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ।
- সমবায় সমিতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজিক উন্নয়নে কাজ করে ।
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি সমবায় সমিতির অন্যতম প্রধান দিক ।
- অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরী করে ।
- সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি ।
- মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ।
- মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি ।

ছক-০১: সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন

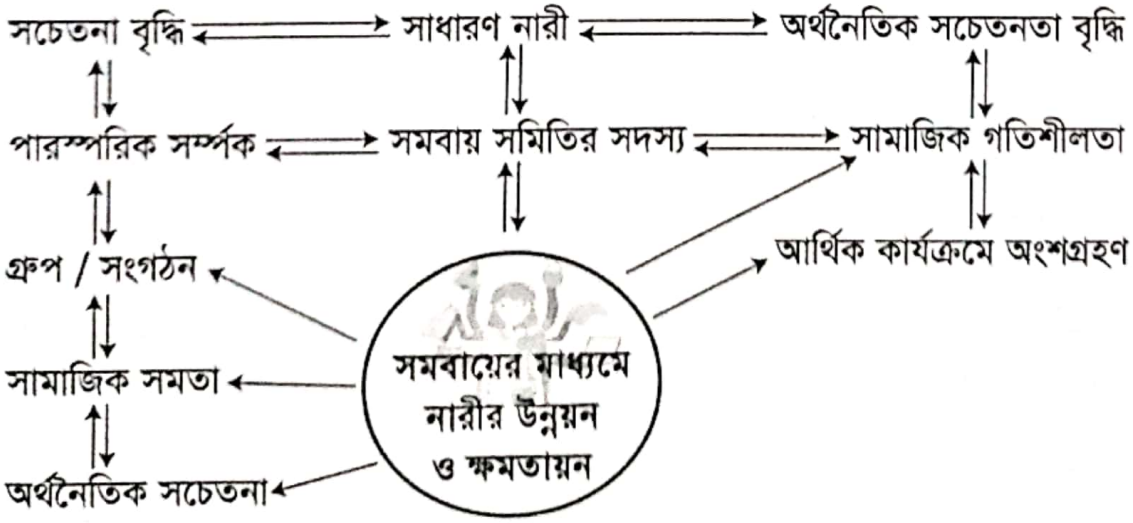

Scanned with CamScanner

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় সমিতি যে সব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হলো–

০১. নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি: সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি হয় । পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থা বিনিয়োগের অবস্থানের জ্ঞান লাভ করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত সক্ষম হয় ।

০২. পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন: সমবায় সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন গোত্র, শ্রেণি পেশার হয়ে থাকে । সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে হয়ে থাকে ।

০৩. গ্রুপ ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নেতৃত্ব তৈরী: সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রুপ ভিত্তিক কার্যক্রম তাদের সফলতার পথ প্রশস্ত করে । সমিতি পরিচালনাকারীগণের মধ্যে নেতৃত্ব তৈরী করে। সমিতির মহিলা সদস্যদের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতায়িত করে ।

০৪. সামাজিক সমতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি : সমবায় সমিতি সমাজে বিদ্যমান ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে এককভাবে নয় সামষ্টিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে। মহিলা সমবায় সমিতি সমূহ মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে তাদের সমাজে ও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

০৫. অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ: ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হলো অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। আর্থিক স্বচ্ছলতা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সাধারণ মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। এতে নারীদের পরিবারে ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা তাদের কে ক্ষমতায়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

যুগ যুগ ধরে এদেশেও সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে – ১৯০৪ সাল থেকে অদ্যাবদি পযর্ন্ত সমবায় সমিতিগুলো কৃষকদের উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে অসমতা দূর করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন আসছে । মহিলা সমবায় সমিতিগুলো সমাজে মহিলাদের উন্নয়ন এবং নেতৃত্বে বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এমনকি নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মহিলা সমিতিসহ সমবায় সমিতিগুলোর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Role of Cooperatives in Empowering Woman: Achievements, Challenges and Possibilities)' শীর্ষক গবেষণার বাস্তব তাৎপর্য ও প্রায়োগিকতা রয়েছে।

Scanned with CamScanner

এ গবেষণার ফলাফল থেকে আমরা নারীর ক্ষমতায়নের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ামক/ফ্যাক্টরের সন্ধান পাই যার বাস্তবায়নে সমবায় সেক্টরে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। আমরা সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের কথা সফলতার জন্য তথ্য/ নিয়ামকও এ গবেষণায় পাই। এছাড়াও আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমবায়ের ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ও উপযোগিতার একটি বাতাবরণ গবেষণা থেকে পাই।

বর্তমান গবেষণা থেকে সমবায় আন্দোলন নিয়ে ভবিষ্যত পরিকল্পনার একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে সমবায়ের বাস্তব অবস্থান ও সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কেও আমরা ধারণা পেতে পারি এ গবেষণা থেকে। সমবায় বিভাগের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গঠনের জন্য গাইডলাইনও আমরা এ গবেষণা থেকে পেতে পারি। সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে এ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে সমবায় বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তি উৎকর্ষতা আসতে পারে।

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি

কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

ISBN : 978-984-34-8217-4

Scanned with CamScanner